মহিষের ডিজিজ ক্যালেন্ডার

মহিষের রোগ হওয়ার কারণ

মহিষ সুস্থ থাকার লক্ষণ

মহিষের কৃমি প্রতিরোধ

কৃমিতে আক্রান্ত মহিষের লক্ষণ:

১। মহিষ ধীরে ধীরে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাবে।
২। মহিষ গায়ের লোম উস্কোখুস্ক থাকবে।
৩। খাওয়ার রুচি কমে যাবে।
৪। কখনও শক্ত কখনও নরম পায়খানা করবে।
৫। দুধ ও মাংস উৎপাদন কমে যাবে।
৬। সঠিক সময়ে মহিষ গরম হবে না।

চিত্র: কৃমিতে আক্রান্ত মহিষ

কৃমি প্রতিরোধ:

সিডিউলভিত্তিক মহিষকে বছরে ৩ বার (৪ মাস পর পর) কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।

চিত্র: মহিষকে কৃমিনাশক খাওয়ানো হচ্ছে

কৃমিনাশক প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১। বাথান/বাড়ির সব মহিষকে এক সাথে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো ভালো। ২। গর্ভবতী মহিষ এবং বাছুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ মতে ঔষধ খাওয়াতে হবে। গর্ভাবস্থায় প্রথম ৪৫ দিন এবং প্রসবের শেষের ৩০ দিন পূর্বে কৃমি নাশক না খাওয়ানো ভালো। ৩। কৃমিনাশক খাওয়ানোর ঔষধের মেয়াদকাল দেখে নিতে হবে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না।
কৃমিনাশক প্রয়োগের উপযুক্ত সময়	কৃমিনাশক বোলাস দিনের শীতলতম সময় অর্থাৎ সকাল বেলা প্রদান করা ভালো।
কৃমিনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি	কৃমিনাশক বোলাস পানিতে বা কোন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে (যেমন: চিটাগুড় বা গুড় বা কলাপাতায় মুড়িয়ে) সরাসরি মহিষের মুখে খাওয়াতে হবে। মহিষের দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে কৃমিনাশক বোলাস এর সংখ্যা নির্ধারণ করে মহিষকে খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে খামারীরা নিম্নোক্ত সারণি অনুসরণ করতে পারে-

মহিষকে কৃমিনাশক বোলাস খাওয়ানোর সারণি

ক্রমিক	দৈহিক ওজন	বোলাস সংখ্যা	ক্রমিক	দৈহিক ওজন	বোলাস সংখ্যা
১	২১-৪০ কেজি	১/২ টি বোলাস	৫	২২৬-৩০০ কেজি	৪ টি বোলাস
২	৪১-৭৫ কেজি	১ টি বোলাস	৬	৩০১-৩৭৫ কেজি	৫ টি বোলাস
৩	৭৬-১৫০ কেজি	২ টি বোলাস	৭	৩৭৬-৪৫০ কেজি	৬ টি বোলাস
৪	১৫১-২২৫ কেজি	৩ টি বোলাস	৮	৪৫১-৬০০ কেজি	৭-৮ টি বোলাস

মহিষের টিকা প্রদান ও সিডিউল

টিকা প্রদানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নিয়মিত সুস্থ সবল নিরোগ মহিষকে টিকা দিতে হবে।
- প্রতিটি রোগের টিকার ডোজ সম্পন্ন করতে হবে এবং সময়মত টিকার বুস্টার ডোজ নিশ্চিত করতে হবে।
- মহিষকে অসুস্থ্য হওয়ার পূর্বেই টিকা দিতে হবে, কোন অবস্থাতেই অসুস্থ্য প্রাণীকে টিকা দেয়া যাবে না।
- দিনের শীতলতম সময়ে টিকা দেয়া ভালো।
- টিকা দেয়ার পূর্বে টিকার মেয়াদকাল দেখে নিতে হবে, মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- দক্ষ টিকা প্রদানকারীর মাধ্যমে মহিষকে টিকা দিতে হবে।

টিকা প্রদানের উপযুক্ত সময়

বর্ষার আগে মার্চ ও এপ্রিল মাস (বাংলা চৈত্র ও বৈশাখ মাস) এবং বর্ষার পরে অক্টোবর ও নভেম্বর মাস (বাংলা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস)

টিকার প্রদানের সিডিউল

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগের স্থান	টিকার উৎস	বছরে প্রয়োগ
ক্ষুরা রোগ	এফ.এম.ডি ট্রাইভ্যালেন্ট	মহিষের বয়স ৪৫ দিন বা তার অধিক	২ থেকে ৬ মিলি চামড়ার নীচে	সরকারী ও বেসরকারী	২ বার
তড়কা	এনথ্রাক্স	মহিষের বয়স ৬ মাস বা তার অধিক	১ মিলি চামড়ার নীচে	সরকারী	১ বার
বাদলা	বি. কিউ	মহিষের বয়স ৬ মাস বা তার অধিক	৫ মিলি চামড়ার নীচে	সরকারী	১ বার
গলাফুলা	এইচ.এস	মহিষের বয়স ৬ মাস বা তার অধিক	২ মিলি চামড়ার নীচে	সরকারী	১ বার

চিত্র: ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে মহিষকে টিকা প্রদান করা হচ্ছে

মহিষের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ক্ষুরা রোগ (সারা বছর, তবে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশি)

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণ

১। প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত মহিষের তীব্র জ্বর হয় এবং শরীরের (১০৩ থেকে ১০৭ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত) তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
২। মুখ, জিহ্বা, ওলান ও দুই ক্ষুরের মাঝে ফোঁসকাসহ ঘা এ রোগের প্রধান লক্ষণ।
৩। মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
৪। ছোট বাছুরের ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যেতে পারে।

প্রতিকার

১। পটাসিয়াম পার-ম্যাংগানেট মিশ্রত পানি দিয়ে দৈনিক ৩ বার মুখ এবং পায়ের ক্ষত ধুয়ে ফেলতে হবে।
২। মুখ ধোয়ার পর বোরো গ্লিসারিন, মধু বা নারিকেল তেল ব্যবহার করা যায়।
৩। ক্ষতে তারপিন তেল লাগানো যায়, যা ক্ষতে মাছি বসা এবং পোকা ধরা থেকে প্রতিরোধ করবে।
৪। এন্টিবায়োটিক বা সালফার ড্রাগস জাতীয় ইনজেকশন প্রয়োগ করলে মহিষ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে থাকে।

প্রতিরোধ

১। সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ২ বার) এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা দিতে হবে।
২। রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ্য প্রাণি থেকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং মাঠে চড়ানো যাবে না।
৩। মহিষকে সব সময় শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
৪। অসুস্থ্য মহিষের বিছানা, খাদ্যের অবষ্টিংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৫। যে সকল লোক অসুস্থ্য মহিষকে পরির্চযা করবে তাদের কাপড়-চোপড় গরম পানিতে বা কাপড় কাঁচা সোডা দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত মহিষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না ফেলে কমপক্ষে ৬ ফুট মাটি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র: ক্ষুরারোগে আক্রান্ত মহিষ

গলাফুলা রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশি)

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণ

১। আক্রান্ত মহিষের শরীরে কাঁপুনিসহ ১০৪° থেকে ১০৬° পর্যন্ত জ্বর হয়।
২। নাক দিয়ে সর্দি ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
৩। বেশীর ভাগ সময় গলার নীচ, চোয়াল ও মাথা ফুলে যায়।
৪। জিহ্বা ফুলে যায় এবং লাল হয়ে যায়, ফলে মহিষ জিহ্বা বাহির করে হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে।

প্রতিকার

সময়মত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফার ড্রাগ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন আক্রান্ত মহিষের শিরায় প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মহিষটি ভাল হতে পারে।

প্রতিরোধ

১। সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) এইচ.এস টিকা দিতে হবে।
২। রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।
৩। বর্ষার শুরুতে এবং শেষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়ে থাকে, এ সময় মহিষের খাদ্যের প্রতি বেশি নজর রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত মহিষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না ফেলে কমপক্ষে ৬ ফুট মাটি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র: গলাফুলা রোগে আক্রান্ত মহিষ

বাদলা/বিকিউ রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশি)

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণ

১। সাধারণত ৬ মাস বয়স থেকে ২ বছর বয়সের মহিষ এ রোগের বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।
২। আক্রান্ত মহিষের দেহের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে পিছনের মাংসপেশী বহুল অংশ ফুলে যায় এবং চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।
৩। আক্রান্ত অংশের মাংস কালচে হয়ে যায় এবং পচন ধরে।
৪। রোগ ১-৪ দিন স্থায়ী হয় এবং অবশেষে রোগাক্রান্ত মহিষ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার

সালফার ড্রাগ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টি-বায়োটিক ইনজেকশন আক্রান্ত মহিষের শিরায় প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মহিষটি ভাল হতে পারে। এছাড়া ফোলা স্থানে গরম ছেক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কেটে দিলে রোগের প্রখরতা কমে যায়।

প্রতিরোধ

১। সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) বি. কিউ টিকা দিতে হবে।
২। রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত মহিষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না ফেলে কমপক্ষে ৬ ফুট মাটি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র: বাদলা রোগে আক্রান্ত মহিষ

তড়কা/ এনথ্রাক্স রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাসে এর প্রকোপ বেশি)

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণ

১। আক্রান্ত মহিষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়।
২। মহিষ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে ও শরীর খিচুনি দিয়ে মারা যায়।
৩। রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে মল কালো হয়ে আলকাতরার মত হয়ে যায়।
৪। মরার পর নাক মুখ ও মল মূত্রের ছিদ্র পথ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

প্রতিকার

সময়মত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধ

১। সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) এনথ্রাক্স টিকা দিতে হবে।
২। রোগক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং মাঠে চড়ানো যাবে না।

মৃত্যুর পর করণীয়

মৃত মহিষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না ফেলে কমপক্ষে ৬ ফুট মাটি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র: তড়কা রোগে আক্রান্ত মহিষ

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া (ফাল্গুন থেকে জৈষ্ঠ্য মাস এর প্রকোপ বেশি)

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

কারণ:

দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির পরে হঠাৎ অত্যাধিক বৃষ্টিপাত হলে দ্রুত বর্ধনশীল অপরিপক্ক উড়িঘাস, শ্যামা, হেলেঞ্চা, বোরা এবং দুর্বা ঘাস ইত্যাদি ঘাসে উচ্চমাত্রায় নাইট্রেট জমা হয়। এ অপরিপক্ক ঘাস মহিষ হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে খেলে এ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে এবং হঠাৎ করে মারা যেতে পারে। এ ধরণের সমস্যা সাধারণত নীচু জলাভুমিতে জন্মানো ঘাসে বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

❖ লালা ক্ষরণ, শূল ব্যথা, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া ও বমি দেখা দেয়।
❖ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাঁপানোসহ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
❖ আক্রান্ত মহিষ মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং খিঁচুনি হয়।
❖ আক্রান্ত মহিষ পুনঃ পুনঃ প্রসাব ত্যাগ করে।
❖ গর্ভাবস্থায় থাকলে গর্ভপাত হতে পারে।
❖ আক্রান্ত হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টার মধ্যে মহিষ মারা যাবে।

প্রতিরোধ

❖ দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির পরে হঠাৎ অত্যাধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার পর চরে জন্মানো দ্রুত বর্ধনশীল অপরিপক্ক ঘাস খাওয়ানো থেকে মহিষকে বিরত রাখতে হবে।
❖ অপরিপক্ক ঘাসের পরিবর্তে ঘাস পরিপক্ক হলে তা খাওয়াতে হবে
❖ কাঁচা ঘাসের সাথে খড় মিশিয়ে খাওয়াতে যেতে পারে।
❖ মহিষকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে।

চিকিৎসা

❖ মিথিলিন ব্লু প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৮.৮ মিলিগ্রাম এই হিসেবে ১% নরমাল স্যালাইন সলুশনে প্রস্তুত করে মহিষের শিরায় দিলে ২ ঘন্টার মধ্যে সুফল পাওয়া যায়, তবে প্রয়োজনে ৬-৮ ঘন্টা পরপর এই ইনজেকশন দেয়া যেতে পরে।
❖ তরল প্যারাফিন খাওয়ানো যেতে পারে।

PACE প্রকল্পের আওতায় "উপকূলীয় চরাঞ্চলে (সন্দ্বীপ ও উড়িরচর) মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

IFAD
Investing in rural people
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
SDI
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)
সম্পাদনা পরিষদ
মো: খোরশেদ আলম, পিএইচডি রিসার্চ ফেলো, বিএলআরআই।
মো: মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ।
ডা. মুনতাছির বিন নোমান, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর, এসডিআই।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক (সিইও), এসডিআই।
মো. আশরাফ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার (ডেভেলপমেন্ট) এসডিআই।
প্রকাশনায় : সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্